হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র

রেওয়ামিল

* রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

১। যখন" সমন্বিতক্রয়" অথবা বিক্রীত পণ্যের ব্যয়" রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যকে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত না করে সমাপনী মজুদ পণ্যকে রেওয়ামিলের ডেবিট কলামে সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ, সমন্বিত ক্রয়=প্রারম্বিক মজুদ পণ্য+নিট ক্রয়-সমাপনী মজুদ পণ্য।

২। মনিহারি মজুদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদকে ব্যয় হিসাবে রেওয়ামিলের ডেবিটে দেখাতে হবে কিন্তু সমাপনী মনিহারি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩ । হাতে নগদ, ব্যাংক জমা, দেনাদার, পাওনাদার প্রভৃতি চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে আসবে না কারণ এগুলো সংশিস্নষ্ট হিসাবে সমাপানী উদ্বৃত্তের সাথে সমন্বিত থাকে।

*রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকের হিসাবের নামগুলো নিচে দেওয়া হলো-

১। মূলধন/অতিরিক্ত মূলধন ২। ১০% ঋণপত্র/বন্ধকি ঋণ/ডিবেঞ্চার/প্রাপ্ত ঋণ/ঋণ /কর্জ। ৩। ব্যাংক জমাতিরিক্ত/ব্যাংক ওভারড্রাফট/ব্যাংক ও /ডি। ৪। পাওনাদার/ক্রয় খতিয়ানের জের/দেনা। ৫। বিক্রয়। ৬। অনাদায়ি দেনা আদায়/আদয়কৃত অনাদায়ি পাওনা। ৭। শিড়্গানবিশ সেলামি। ৮। উপভাড়া/ আদায়কৃত ভাড়া। ৯। লভ্যাংশ প্রাপ্তি। ১০। বকেয়া মজুরি/বেতন/ভাড়া/কমিশন /বিমা প্রিমিয়াম/মনিহারি/বিমা সেলামি। ১১। বকেয়া ঋণের সুদ। ১২। বকেয়া শিড়্গানবিশ ভাতা। ১৩। অগ্রিম প্রাপ্ত ভাড়া/অগ্রিম প্রাপ্ত উপ ভাড়া/ অনার্জিত ভাড়া। ১৪। অগ্রিম প্রাপ্ত বিনিয়োগের সুদ। ১৫। অগ্রিম প্রাপ্ত কমিশন। ১৬। অগ্রিম প্রাপ্ত শিড়্গানবিশ সেলামি। ১৭। ব্যাংক জমার সুদ/স্থায়ী আমানতের সুদ। ১৮। প্রদত্ত ঋণের সুদ। ১৯। উত্তোলনে সুদ। ২০। বিনিয়োগে সুদ/প্রাইজবন্ডের সুদ/লগ্নির সুদ/ সঞ্চয়পত্রের সুদ। ২১। সাধারণ সঞ্চিতি। ২২। আয়কর সঞ্চিতি। ২৩। অনাদায়ি দেনা বা পাওনা সঞ্চিতি/কুঋণ সঞ্চিতি/ মন্দ কুঋণ সঞ্চিতি। ২৪। দেনাদারের বাট্রা সঞ্চিতি। ২৫। প্রাপ্য বিলের বাট্রা সঞ্চিতি। ২৬। প্রদেয় বিলের বাট্রা সঞ্চিতি (ডেবিট) । ২৭। অবচয় সঞ্চিতি। ২৮। পাওনাদারের বাট্রা সঞ্চিতি (ডেবিট)। ২৯। পেনশন তহবিল। ৩০। বিমা তহবিল। ৩১। বাট্রা তহবিল। ৩২। সঞ্চিতি তহবিল। ৩৩। লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল। ৩৪। বিনিয়োগ সঞ্চিতি তহবিল। ৩৫। প্রাপ্ত ভাড়া/উপভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া প্রাপ্তি। ৩৬। প্রাপ্ত বাট্রা। ৩৭। প্রাপ্ত কমিশন। ৩৮। প্রদেয় বিল/দেয়

বিল/দেয় হুন্ডি। ৩৯। ঋণের সুদ প্রাপ্তি/প্রাপ্ত সুদ। ৪০। বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা। ৪১। প্রদেয় ভাড়া।

* রেওয়ামিলের গাণিতিক সূত্রাবলিঃ

১। মালিকানাস্বত্ব বা E-এর পরিমান =মুলধন+নিট আয় +সাধারণ সঞ্চিতি-উত্তোলন (আয়কর, জীবন বিমা প্রিমিয়াম)।

২। সমন্বিত ক্রয় =নিট ক্রয় +প্রারম্বিক মজুদ-সমাপনী মজুদ।

৩। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়=সমন্বিত ক্রয়+অন্যান্য প্রত্যড়্গা খরচ-সমাপনী মজুদ পণ্য।

৪। মুনাফাজাতীয় ব্যয়=বিক্রীত পণ্যের ব্যয়+অন্যান্য পরোড়্গা খরচ।

৫। মুনাফা জাতীয় আয়= বিক্রয়+ শিড়্গানবিশ সেলামি+ উপভাড়া+প্রাপ্ত ভাড়া বা মোট আয়+ প্রাপ্ত সুদ+ প্রাপ্ত বাট্রা+ প্রাপ্ত কমিশন +বিনিয়োগের সুদ+ব্যাংক জমার সুদ+প্রাপ্ত ঋণের সুদ+ উত্তোলনের সুদ+পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয়+লভ্যাংশ প্রাপ্তি।

৬। চলতি দায়= বিবিধ পানাদার +প্রয়েদ বিল+ বকেয়া খরচ+ অগ্রিম আয়+ ব্যাংক জমাতিরিক্ত+ দায়ের বকেয়া সুদ+ প্রদেয় ভাড়া+ প্রদেয় কমিশন+ বকেয়া মহিনারি +অনুপার্জিত আয় ইত্যাদি।

৭। মূলধন জাতীয় ব্যয়= স্থায়ী সম্পদ ক্রয়+ টেলিফোন/বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয়+নতুন সম্পত্তির সংস্থাপন ব্যয়+ক্রীত যন্ত্রপাতি কার্যোপযোগ করার মেরামত খরচ ইত্যাদি।

৮। মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি=মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ের প্রদত্ত মূলধন, ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ, সরকারি অনুদান, স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

৯। অলীক সম্পদ=বিলম্বিত বিজ্ঞাপন+প্রাথমিক খরচ ইত্যাদি।

১০। মোট অস্পর্শনীয়/অদৃশ্যমান সম্পদ=সুনাম+পেটেন্ট+ট্রেডমার্ক+কপিরাইট ইত্যাদি।

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান)
এম এ মজিদ সয়েন্স কলেজ